বাজেট ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মার্চ ২০১১

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

বাজেট ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মার্চ ২০১১

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বাজেট ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য	১-৮
পরিশিষ্ট	বাজেট ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	৯-১৯
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	১০-১১
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	১২-১৪
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	১৫
(ঘ)	বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি	১৫
(ঙ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	১৬-১৭
(চ)	বৈদেশিক খাত	১৭-১৮
(ছ)	মূল্যস্ফীতি	১৯

বাজেট ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট

বাজেট ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

মাননীয় স্পীকার

১। আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আমি **"সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯"** এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পীকার

২। আমি এমন একটি মহান মাসে এ প্রতিবেদনটি উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছি যে মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এ মাসেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বাঙ্গালী জাতির আত্মপরিচয় সন্ধানের পুরোধা পুরুষ হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যাঁর উদাত্ত আহবানে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করি। তাঁরই একনিষ্ঠ সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের হাজার বছরের আরাধ্য স্বাধীনতা। সেই মহান নেতার ৯১তম জন্ম বার্ষিকীর শুভ মাসে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন এ মহান সংসদে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষ গৌরব বোধ করছি। এ সুযোগটি এবারে বাড়তি দ্যোতনা পাচ্ছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের চৌকশ, জমকালো ও স্মরণীয় আয়োজনের বিরল সম্মান অর্জনের ফলে। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সফল ও অভূতপূর্ব আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের সামর্থ্য, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে; যা বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনে সহায়ক হয়েছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মাননীয় স্পীকার

৩। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে আমাদের নির্ধারিত ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাকে উচ্চাভিলাষী আখ্যায়িত করে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করলেও আমরা মনে করি এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য আমাদের রয়েছে। অর্থবছরের

প্রথম ছয় মাসে অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির সন্তোষজনক অবস্থানের প্রেক্ষিতে ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়ে আমি আশাবাদী। রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে উন্নীত হতে আমাদের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির মহাসড়কে বিচরণ করতে হবে। আর এ পথচলাকে কার্যকর, টেকসই ও ধারাবাহিক করার কৌশল হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানী, যোগাযোগ, বন্দরসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি এবং পিপিপি উদ্যোগে বিপুল বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছি। একইসাথে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নেও উদ্যোগ নিয়েছি। আমার বিশ্বাস দেশবাসী ধীরে ধীরে এর সুফল পেতে শুরু করবেন।

৪। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাংক পরিচালিত জরিপে উদীয়মান ও সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বাংলাদেশ ২০০৯ সালের ২৮তম অবস্থান থেকে ২০১০ সালে ১৫তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। এ মূল্যায়নের প্রতিফলন দেখা যায় বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধনকারী বিদেশী বিনিয়োগকারীগণের চিত্র থেকে। নভেম্বর ২০১০ এ বিনিয়োগ বোর্ড ১৯ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে; যা অক্টোবর ২০১০ মাসে প্রাপ্ত ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকার প্রস্তাব হতে প্রায় ৪৫০ শতাংশ বেশী।

মাননীয় স্পীকার

৫। ০৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে আমি প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ মহান সংসদে উপস্থাপন করেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০-১১ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি। এ প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত সরকারের আয়-ব্যয় এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

অর্থবছর ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৬। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৯২ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা

যা জিডিপি'র ১১.৯ শতাংশ। **ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৪১ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ১৬.৫ শতাংশ বেশী ।** সার্বিকভাবে এই ধারা সন্তোষজনক বলে আমি মনে করি।

৭। রাজস্ব আহরণে সঞ্চারিত এ গতি আমাদের নানাবিধ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের ফসল। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই মূল্য সংযোজন কর আইন ও আয়কর আইন সংশোধনের কথা। এ সংক্রান্ত দু'টি আইনের প্রথম খসড়া ইতোমধ্যে আমরা প্রকাশ করেছি। পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণের মতামতের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হয়েছে। আমি আশা করছি, চলতি বছরেই এ দু'টি আইন আমরা মহান সংসদে উপস্থাপন করতে পারব। তাছাড়া, করের আওতা বৃদ্ধি, কর ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন, নতুন করদাতা চিহ্নিত ও উদ্বুদ্ধকরণে আমাদের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কাঙ্ক্ষিত সংস্কার কাজ বাস্তবায়নসহ চলতি অর্থবছর শেষে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণে আমরা সক্ষম হবো।

মাননীয় স্পীকার

অর্থবছর ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

৮। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.৯ শতাংশ। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ৩৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৪.৯ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে **দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪১ হাজার ৪৮৩ কোটি টাকা যা বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৩১.৪ শতাংশ।** তার মধ্যে **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ১০ হাজার ২৯২ কোটি টাকা** যা এ খাতে **বরাদ্দের প্রায় ২৭ শতাংশ।** সার্বিকভাবে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত মোট ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। ডিসেম্বর ২০০৯ এর তুলনায় চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়ের হার প্রায় ২.০ শতাংশ কম হলেও ব্যয় ১ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা বেশী হয়েছে।

৯। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সিংহভাগই ব্যয়িত হয় ১০টি বৃহৎ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে। এ মন্ত্রণালয়গুলোর অনুকূলে চলতি অর্থবছরে মোট এডিপি বাজেটের প্রায় ৭৫ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়গুলো মোট বরাদ্দের প্রায় ৩০ শতাংশ এবং এডিপি'র প্রায় ২৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়।

১০। **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে** আমরা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছি। এরই অংশ হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নে আগাম পরিকল্পনা প্রণয়ন, একনেক সভায় এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, এডিপি বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ নিবিড় করতে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও এডিপি বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত গতি সঞ্চার আমরা এখনো করতে পারিনি। তবে সম্মিলিত এ কর্মতৎপরতার সুফল আমরা অচিরেই দেখতে পাবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো আলাদা বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ বা অধিশাখা সৃষ্টি করছে। এর ফলে বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণসহ সার্বিক বাজেট ব্যবস্থাপনায় নবদিগন্তের অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হবে।

মাননীয় স্পীকার

১১। আমরা এখন দৃষ্টি দেব **সংশোধিত বাজেটে সম্ভাব্য কি পরিবর্তন আসতে পারে** সে দিকে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার আশানুরূপ না হওয়ায় এডিপি'র বরাদ্দের প্রকল্প সাহায্য অংশের বরাদ্দ সংশোধিত বাজেটে প্রায় ৩,৩৭০ কোটি টাকা হ্রাস পেতে পারে। সে হিসেবে সংশোধিত বাজেটে সম্ভাব্য এডিপি বরাদ্দ হবে ৩৫,১৩০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, পরিবর্তিত অবস্থার নিরীখে কতিপয় ক্ষেত্রে আমাদের অনুন্নয়ন খাতের (যেমন, ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায়) ব্যয় বাড়তে পারে। সার্বিকভাবে ৩,৫২৫ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বরাদ্দ ১,২৮,৬৪৫ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৬.৫ শতাংশ) দাঁড়াবে বলে আমরা ধারণা করছি। সম্ভাব্য সংশোধিত বাজেটে সার্বিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে। তবে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় এনবিআর কর-রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ১,০০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৭৩,৫৯০ কোটি টাকায় নির্ধারণের কথা আমরা ভাবছি। একই বিবেচনায় এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব ২০০ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ৮০০ কোটি টাকা কমিয়ে যথাক্রমে ৩,২৫২ কোটি টাকা এবং ১৬,০০৫ কোটি টাকা

নির্ধারণের বিষয়ে আমরা বিবেচনা করছি। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৩৯,৩২৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)। সম্ভাব্য সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি কমে ৩৫,৭৯৮ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ) দাঁড়াতে পারে ।

মাননীয় স্পীকার

১২। এতক্ষণ আমি ২০১০-১১ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের অগ্রগতির যে চিত্র এ সংসদে তুলে ধরেছি তা একটি অন্তর্বর্তী চিত্র। সাধারণভাবে অর্থবছরের এ সময় হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকান্ডে অধিকতর গতি পরিলক্ষিত হয়। সে প্রেক্ষাপটে আমি আশা করি, এ মহান সংসদে পরবর্তী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে অগ্রগতির আরো উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হবো।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

১৩। প্রথমেই আলোকপাত করছি **রপ্তানি খাতের** ওপর। বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা পরিস্থিতি থেকে ক্রমশ: বেরিয়ে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ইতিবাচক প্রভাবে আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্ম চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত রপ্তানি আয়ে প্রায় ৪১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রপ্তানির প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে নতুন রপ্তানি বাজার এবং পণ্য বহুমুখীকরণে সরকারের বর্ধিত প্রণোদনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

১৪। বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত **আমদানি ব্যয়ে** প্রায় ৩৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের মূল্যে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে এর প্রভাব থাকলেও ঋণপত্র নিষ্পত্তির ভিত্তিতে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে প্রায় ৩৫ শতাংশ ও ৪৬ শতাংশ যা দেশের

অভ্যন্তরে বিনিয়োগসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির পরিচায়ক। এতে আগামী দিনগুলোতে আমাদের অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

১৫। এটা স্বীকৃত যে, প্রবাসীদের পাঠানো **রেমিট্যান্স** আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তবে বৈশ্বিক মন্দার প্রলম্বিত প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজারসমূহে জনশক্তি রপ্তানি কমে যাওয়ায় জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আমাদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রবাস-আয় প্রথম প্রান্তিকের ঋণাত্মক ধারা কাটিয়ে ডিসেম্বর ২০১০ শেষে ধনাত্মক ধারায় ফিরে এসেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের স্বাভাবিক ধারা ফিরিয়ে আনতে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাসে নতুন করে ৮টি শ্রম উইং খোলা হয়েছে। আশা করছি, রেমিট্যান্স প্রবাহ আগামী দিনে স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসবে। তবে, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের প্রচেষ্টার সুফল পাবার সময়কে প্রলম্বিত করতে পারে।

১৬। এবার আমি বলবো **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ** পরিস্থিতি বিষয়ে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে প্রায় পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হতে পারে। রেমিট্যান্স প্রবাহের গতি হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতি আগামীতে উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে পারে।

মাননীয় স্পীকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৭। এবার আমরা দৃষ্টি দেব **মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির** দিকে। ডিসেম্বর ২০১০ মাস শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ যা গত অর্থবছরে একই সময়ে

ছিল ২১ শতাংশ। এসময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণও বৃদ্ধি পায় ২৪ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বাড়ে প্রায় ২৮ শতাংশ। মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং এর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

১৮। সরকার রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রণোদনা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা আমি ইতোপূর্বে এই মহান সংসদে উল্লেখ করেছিলাম। সরকারের এই সকল পদক্ষেপের ফলে **শিল্প খাতে বিনিয়োগ** দ্রুত গতিতে বাড়তে শুরু করে। উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পও তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণে প্রায় ৩৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হতে তা প্রতিভাত হচ্ছে।

১৯। শিল্পের পাশাপাশি **কৃষিকেও আমরা সমানভাবে গুরুত্ব** প্রদান করছি। গ্রামীণ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ প্রাপ্তি সহজলভ্য করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পদক্ষেপ আমরা অব্যাহত রেখেছি। ফলে কৃষি ঋণ বিতরণও বেড়েছে। বিগত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত প্রায় ১১ শতাংশ বেশি **কৃষি ঋণ বিতরণ** করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

২০। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে সাম্প্রতিককালে **মূল্যস্ফীতির** উর্ধ্বমুখী প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি যা মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণেই ঘটছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরূপ আবহাওয়াজনিত কারণে কৃষি উৎপাদন প্রত্যাশিত মাত্রায় না হওয়ায় বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় আমদানি নির্ভর আমাদের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশ বিশেষ করে ভারতের উচ্চ মূল্যস্তরও আমাদের মূল্যস্ফীতির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি

বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং, খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রি (ওএমএস) অব্যাহত রেখেছে। অতিসম্প্রতি ভোজ্য তেল, চাল ও চিনির আমদানি পর্যায়ে ভ্যাটের হার হ্রাস করা হয়েছে। পাশাপাশি সতর্ক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

মাননীয় স্পীকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২১। এখন আমি দৃষ্টি দেব বাজেটে প্রতিশ্রুত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কতিপয় বিষয়ে সর্বশেষ যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার ওপরে-

(ক) বিগত বাজেট বক্তৃতায় **'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পথনকশা'** শীর্ষক কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করেছিলাম যে, আমরা আগামী ৫ বছরে ৯৪২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করব। আপনি জেনে আশান্বিত হবেন যে, আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যে সংশোধন করে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রীডে ১১৯৭৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত ১১৩১ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া, ২০১১ সালে আরও ২১৯৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনশোর ও অফশোর গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কূপ খননের কাজও পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

(খ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় কালিয়াকৈর -এ হাইটেক পার্কের মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স এ উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নভেম্বর, ২০১০ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একযোগে ৪,৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন

করেছেন। বর্তমানে দেশের ৪৫৫টি উপজেলায় ডায়াল আপ ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। আশা করছি, জুন ২০১১ এর মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলায় নতুন ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন হবে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এর জন্য ইতোমধ্যে ১৫টি জেলা ও ২৫টি উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স সূচনার লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করে ৬টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফায়িং অথরিটি লাইসেন্স প্রদান করেছি। চলতি অর্থবছরের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করতে পারবো বলে আমি আশাবাদী।

(গ) সকল অঞ্চলের মধ্যে **যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমতা আনয়নের** লক্ষ্যে সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত হয়েছে এবং সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে ২.৩৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেছে। ঠিকাদার ও পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই মূল সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারব। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বিমান বন্দর হতে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত Dhaka Elevated Expressway নির্মাণের বিষয়ে Concession চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী Fly-over প্রকল্পের নির্মাণ কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

(ঘ) অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগ ঘাটতি মোচনের লক্ষ্যে আমরা সরকার ও ব্যক্তি খাতের অংশীদারিত্বের **(PPP)** ওপর জোর দিচ্ছি। এ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়াসে ইতোমধ্যে পিপিপি সংক্রান্ত নীতিমালা গেজেটে প্রকাশ হয়েছে। পিপিপি অফিস স্থাপিত হয়েছে এবং কতিপয় পদে জনবলও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রধান নির্বাহীসহ আরো জনবল নিয়োগের কাজ চলছে। **'বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল' (BIFF)**-এর কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। আশা করা যায়, আমরা অচিরেই পিপিপি উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগকারীদের অর্থায়নে সহায়তা প্রদানে সক্ষম হব।

(ঙ) শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের সরকার বরাবরই **শিক্ষাখাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ** করে আসছে। যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিভাগে ৫টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের কাজ আমরা শুরু করেছি। ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছি।

(চ) ২০১২ সালের মধ্যে **খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন** আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বর্তমান অর্থবছরে **কৃষি খাতে ভর্তুকির** বরাদ্দ ৪০০০ কোটি টাকা হতে সংশোধিত বাজেটে ৫০০০ কোটি টাকায় উন্নীত হতে পারে। সারের মূল্য কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নন-ইউরিয়া সারের (ডিএপি, টিএসপি ও এমওপি) মূল্য তৃতীয় বারের মত হ্রাস করা হয়েছে। কৃষি ভর্তুকি সরাসরি কৃষকের হাতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সংখ্যা ৯১ লক্ষ ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি-৪৭ এবং হাইব্রিড ধান বিনা-৭ এর উদ্ভাবনের মাধ্যমে মঙ্গা ও দক্ষিণাঞ্চলের লবনাক্ত এলাকায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ছ) সকলের জন্য **মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত** করার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে ১৩ হাজার ৩২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম চালু করেছি। ইতোমধ্যে ২১৬টি উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় এবং ৪টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করেছি। ৩টি নতুন ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এবং ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে একাডেমিক কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি। সম্প্রতি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির খসড়াও প্রণীত হয়েছে। সরকারি চাকুরিজীবী মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস হতে ৬ মাসে উন্নীত করেছি।

(জ) ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা হতে মুক্ত হতে আমরা **ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন** কার্যক্রম শুরু করেছি। ভূমি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের অংশ

হিসেবে আমরা ইতোমধ্যে দেশের সকল এলাকার ডিজিটাল নক্শা, ভূমি মালিকদের রেকর্ড প্রস্তুত ও খতিয়ান প্রণয়ন এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। পরীক্ষামূলকভাবে ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা চালুর কার্যক্রমও আমরা শুরু করেছি।

(ঝ) বর্তমান সময়ের আলোচিত এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু **জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার** প্রস্তুতি হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের আওতায় ৪৫টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং আরো ৫৩টি বেসরকারি প্রকল্প নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার চারপাশের নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ও দূষণ সমস্যা হ্রাসকরণে ২৩ কিমি নদী খননের প্রাথমিক কাজ আমরা শুরু করেছি। আমি আশাবাদী যে, আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা সক্ষম হবো।

(ঞ) মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অসচ্ছল **মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার** হার এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। এছাড়া, সকল মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়মিত ভাতার আওতায় আনাসহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকা প্রণয়নের কাজও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছি।

(ট)দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আমরা **সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি** যেমন বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের দু:স্থ ভাতা এবং এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান তহবিলের ব্যপ্তি সম্প্রসারণ করেছি। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত নগদ হস্তান্তর ও বিভিন্ন ভাতা বাবদ প্রায় ৩,৩৫৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা এ খাতে বাজেট

বরাদ্দের ৫৬ শতাংশ। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করে এ পর্যন্ত মোট ৩৫,৭২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২১,৩৯৯ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান করতে পেরেছি।

(ঠ) শিল্পনীতি ২০১০ আমরা প্রণয়ন করেছি। আশা করছি এ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা কৃষি, শ্রমঘন ও পরিবেশ বান্ধব শিল্পোন্নয়নের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারব। আমরা ইতোমধ্যে চামড়া শিল্প নগরী, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার, ডাম্পিং ইয়ার্ড এবং ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের কাজও শুরু করেছি।

(ড) দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং শ্রমশক্তি বিভাজনে **আঞ্চলিক সমতা বিধানের** লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা নীতির খসড়া আমরা প্রণয়ন করেছি যা শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে। অর্থনৈতিক জোন আইন অনুমোদন শেষে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের সংশোধনীর খসড়াও ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে।

(ঢ) Cost of Doing Business কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ৬টি ক্ষেত্র যেমন: (১) ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও পাইলট ভিত্তিতে অটোমেশন চালুকরণ; (২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ডপত্র প্রণয়ন ও সংরক্ষণ চালুকরণ; (৩) বাণিজ্যিক বিরোধ নিরসন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড -এর ঋণখেলাপী সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন কেসসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্টে নিবেদিত বেঞ্চ স্থাপন; (৪) অগ্রিম ডিক্লারেশন এবং কার্গো ক্লিয়ারেন্স এর লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক হিসাবের জন্য সকল ইউনিটে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার চালুকরণ; (৫) নির্মাণ কর্মকান্ডে বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণের সুবিধার্থে One-stop Service Centre চালুকরণ এবং (৬) ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রদেয় সরকারের সব ধরনের প্রাপ্তি মোবাইল ফোন এবং অনলাইনে জমা প্রদানের ব্যবস্থা চালুকরণকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করে আমরা কার্যক্রম শুরু করেছি। আমি আশাবাদী যে, এসকল সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের

মাধ্যমে প্রক্রিয়া সহজীকরণ হবে এবং ব্যবসা শুরু সংক্রান্ত ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

মাননীয় স্পীকার

২২। সংক্ষিপ্ত পরিসরে অর্থনীতির খাতভিত্তিক কর্মকৃতির যে চিত্র আমি এ মহান সংসদে উপস্থাপন করেছি তাতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রগুলো হলো- কৃষিতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে গতিশীলতা, রপ্তানি ও আমদানি খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগে গতিশীলতা এবং রাজস্ব আহরণে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির ধারা দ্বিতীয় প্রান্তিকেও অব্যাহত থাকা। এগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সচল থাকায় সৃষ্টি হয়েছে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ। অবকাঠামো ঘাটতি হ্রাসে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গিকার এবং কার্যকর উদ্যোগের ফলে অধিক সংখ্যক দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী বাংলাদেশমুখী হচ্ছেন। নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগ্রহের ফলে কৃষি ও গ্রামীণ সেবা খাতে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতদিন বিনিয়োগে যে বন্ধ্যাত্ব ছিল তা ঘুচে গিয়ে এ ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা। এ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের ঘোষিত ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে আমরা সক্ষম হবো, ইনশা-আল্লাহ।

খোদা হাফেজ,
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

বাজেট ২০১০-১১: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১. রাজস্ব আয়

সারণি ১: রাজস্ব আয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১ বাজেট	২০১০-১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
মোট রাজস্ব	**৯২,৮৪৭**	**২০,৪৯১**	**৩৫,৫৫৩**	**৪১,৪৩২ (১৬.৫)**	**৪৪.৬**
কর রাজস্ব	৭৬,০৪২	১৮,৮০২	২৭,৭১৭	৩৫,০২২ (২৬.৪)	৪৬.১
এনবিআর	৭২,৫৯০	১৮,০২৫	২৬,৪৩৮	৩৩,৫৫০ (২৭.১)	৪৬.২
এনবিআর বহির্ভূত	৩,৪৫২	৭৭৭	১,২৭৯	১,৪৭২ (১৫.১)	৪২.৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৬,৮০৫	১,৬৮৯	৭,৮৩৬	৬,৪১০ (-১৮.২)	৩৮.১

উৎস: এনবিআর ও অর্থ বিভাগ। (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে রাজস্ব আয় প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৫ শতাংশ
  - এ সময় এনবিআর কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৭ শতাংশ
  - এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ১৫.১ শতাংশ
  - কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ ঋণাত্মক (-১৮.২ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি হয়েছে-
    - ✓ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লভ্যাংশ বাবদ এবং বিটিআরসি'র কাছ থেকে প্রাপ্তি গত অর্থবছরের একই সময় অপেক্ষা যথাক্রমে প্রায় ৯২৬.০ কোটি এবং ৮৩৯.৪ কোটি টাকা কম
- বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪৪.৬ শতাংশ

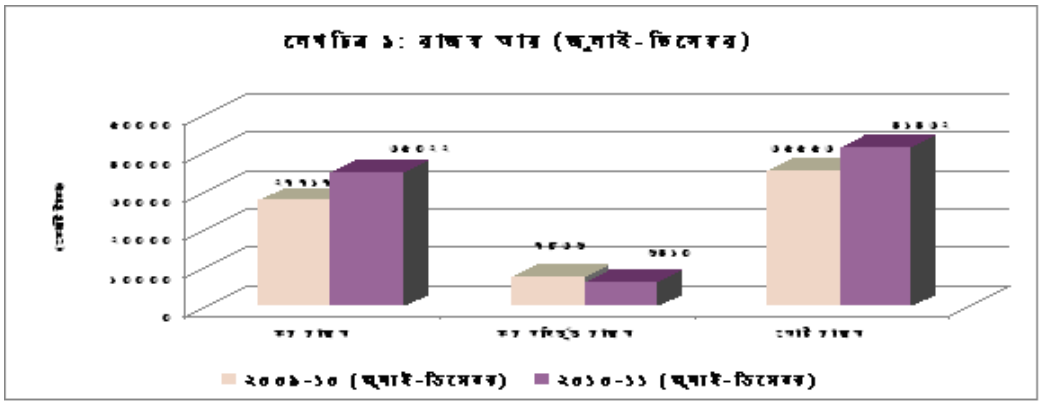

ক.২. এনবিআর কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আয়

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১ লক্ষ্যমাত্রা	২০১০-১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	১০৮৬৩	২৬৯০.০	৪৫২১.০	৫১২৬.১ (১৩.৪)	৪৭.২
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	১১৪৬৮	২৯৫৮.৭	৪৫৫৪.০	৫৬৯২.১ (২৫.০)	৪৯.৬
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	১৫৬১৮	৪২৯২.৯	৬১৩৭.৯	৮০৫৩.৩ (৩১.২)	৫১.৬
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়)	৩৪৮২	১০০৩.৭	১৪৪১.০	১৮৫২.৩ (২৮.৬)	৫৩.২
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	৯৩৮৪	২৩৯৪.৫	৩৫৫৮.৮	৪৫৬৭.১ (২৮.৩)	৪৮.৭
আয়কর	২১০০৫	৪৫৫৯.১	৫৯৮৫.৫	৮০২০.৫ (৩৪.০)	৩৮.২
অন্যান্য কর	৭৭০	১২৫.৬	২১৩.০	২৩৮.৫ (১২.০)	৩১.০
মোট	**৭২৫৯০**	**১৮০২৪.৬**	**২৬৩৯৪.৬**	**৩৩৫৪৯.৯ (২৭.১)**	**৪৬.২**

উৎস: এনবিআর। (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (১৫,৫২৫ কোটি টাকা) তুলনায় দ্বিতীয় প্রান্তিকে সার্বিকভাবে এনবিআর কর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে
- ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সময়ে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২৭.১ শতাংশ যা বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার ৪৬.২ শতাংশ
- ২০১০-১১ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়

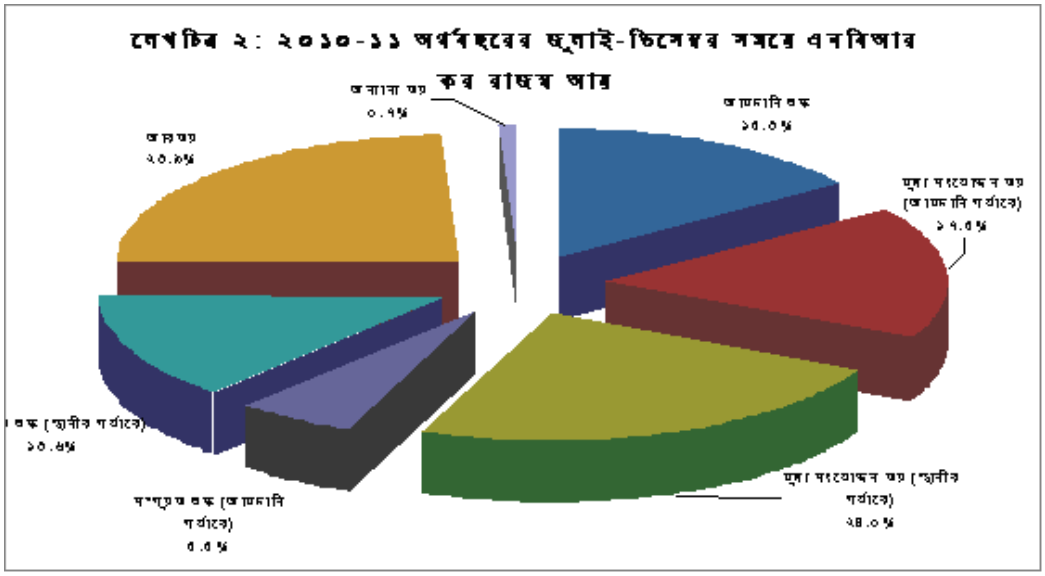

ক.৩. এনবিআর রাজস্ব আয়ের গতিধারা

সারণি ৩: বিগত পাঁচ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের ধারা

(শতকরা অংশ)

ক্রমিক	খাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আমদানি শুল্ক	২১.৯	২০.২	১৭.৮	১৫.৩	১৫.৩
২	মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	১৭.০	১৭.৯	১৭.৫	১৬.৬	১৭.০
৩	সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়)	৩.২	৩.৭	৪.৪	৫.০	৫.৫
	মোট (আমদানি পর্যায়)	**৪২.১**	**৪১.৮**	**৩৯.৭**	**৩৬.৯**	**৩৭.৮**
৪	আবগারী শুল্ক	০.৫	০.৫	০.৫	০.৬	০.০
৫	মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	২০.১	১৯.৩	২০.৯	২২.১	২৪.০
৬	সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	১৩.০	১২.৬	১১.৮	১২.২	১৩.৬
৭	টার্ণ ওভার ট্যাক্স	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
	মোট (স্থানীয় পর্যায়)	**৩৩.৬**	**৩২.৪**	**৩৩.১**	**৩৪.৯**	**৩৭.৬**
৮	আয়কর	**২৩.৪**	**২৪.৭**	**২৬.৪**	**২৭.৬**	**২৩.৯**
৯	ভ্রমন কর	০.৯	১.০	০.৮	০.৬	০.৪
১০	অন্যান্য	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
	উপমোট	০.৯	১.০	০.৮	০.৬	০.৩
	মোট (প্রত্যক্ষ কর)	**২৪.৩**	**২৫.৭**	**২৭.২**	**২৮.৮**	**২৪.৬**
	সর্বমোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

- আমদানি নির্ভর খাত থেকে রাজস্ব আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আয় মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে
- প্রত্যক্ষ করের অবদান তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও এখনও তা গড়ে ২৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে
- আমদানি নির্ভর শুল্ক হ্রাসের প্রবণতার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট ও আয়কর হতে রাজস্ব আহরণের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ভ্যাট ও আয়কর আইন সংস্কারসহ কর-নেট সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

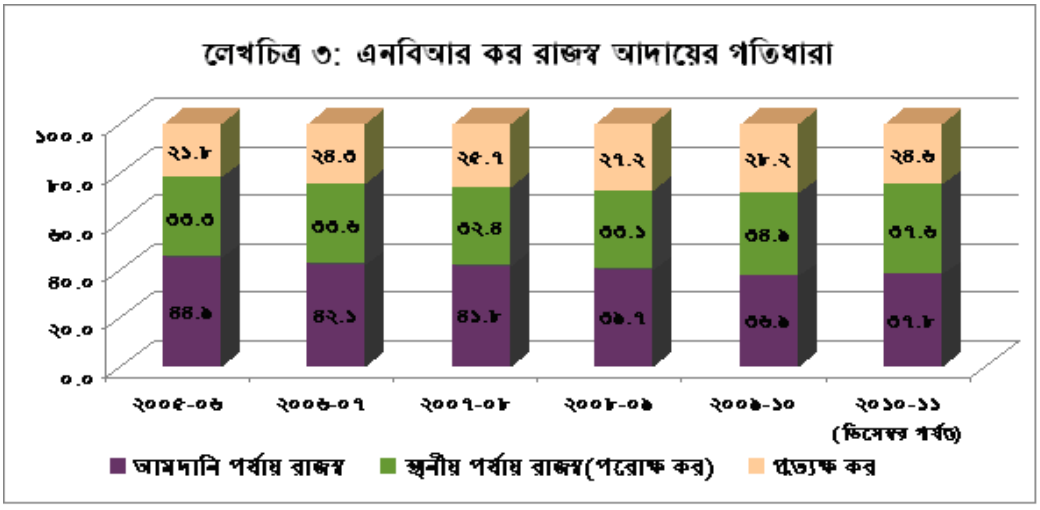

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১. সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১ লক্ষ্যমাত্রা [জিডিপি'র শতাংশ]	২০১০-১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
অনুন্নয়ন ব্যয়	৯৩,৬৭০ [১২.০]	১০,৬৬২	২৫,৮০০	৩১,১৯১ (২০.৯)	**৩৩.৩**
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	৩৮,৫০০ [৪.৯]	৬,৯৪২	৮,৮১১	১০,২৯২ (১৬.৮)	**২৬.৭**
সরকারি ব্যয়	**১৩২,১৭০ [১৬.৯]**	**১৭,৬০৪**	**৩৪,৬১১**	**৪১,৪৮৩ (১৯.৯)**	**৩১.৪**

উৎস: আইএমইডি ও অর্থ বিভাগ। (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যয় মোট বরাদ্দের ৩১.৪ শতাংশ
  - অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের ৩৩.৩ শতাংশ
  - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বরাদ্দের ২৬.৭ শতাংশ
- চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সার্বিক ব্যয়ে প্রবৃদ্ধি প্রায় ২০.০ শতাংশ হলেও বাজেটের তুলনায় অর্জন ৩১.৪ শতাংশ
- এডিপি বাস্তবায়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না

লেখচিত্র ৪: সরকারি ব্যয় (জুলাই-ডিসেম্বর)

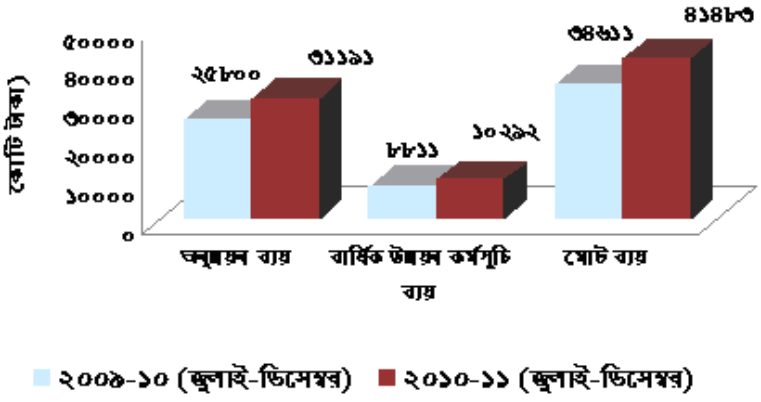

খ.২. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১০-১১ বাজেট	২০১০-১১ (অক্টো.-ডিসে.)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসে.)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসে.)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮০৬২	১৬১৩	২৮০০	৩১৬৭ (১৩.১)	৩৯.৩
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯৮৬৫	২৯৬২	৩৪০৩	৪৮৮২ (৪৩.৫)	৪৯.৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৯৬২২	১২৭৪	২৪৭১	২১২৬ (-১৪.০)	২২.১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮১২৯	১৪৫৭	২৩২০	২৪৮৬ (৭.২)	৩০.৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	৬৭৩৮	৯৩৪	১০৩৪	১৫৬৫ (৫১.৪)	২৩.২
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	৬১৬৩	১২৬০	১০৮৭	১৪৮৯ (৩৭.০)	২৪.২
বিদ্যুৎ বিভাগ	৫০০০	৭৪১	৬৮৭	৮২৮ (২০.৫)	১৬.৬
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২০৪৯	৩৮৬	২৮৩	৫১১ (৮০.৬)	২৪.৯
সেতু বিভাগ	১২৭৭	১৯২	১৭৫	১৯২ (৯.৭)	১৫.০
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১১১৪	৪১	২২৮	২৪২ (৬.১)	২১.৭
মোটঃ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়	**৫৮০১৯**	**১০৮৬০**	**১৫৫০৯**	**১৭৪৮৮ (১২.৮)**	**৩০.১**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৫৫৮২৮	৩৫০৯	১২৪৮৪	১৫৭০৩ (২৫.৮)	২৮.১
মোট কর্মসূচি ব্যয়	**১১৩৮৪৭**	**১৪৩৬৯**	**২৭৯৯৩**	**৩৩১৯১ (১৮.৬)**	**২৯.২**
অন্যান্য ব্যয়	১৮৩২৩	৩৩৩২	৬৬১৪	৮২৯২ (২৫.৪)	৪৫.৩
সর্বমোট ব্যয়	**১৩২১৭০**	**১৭৭০১**	**৩৪৬০৭**	**৪১৪৮৩ (১৯.৯)**	**৩১.৪**

উৎস: অর্থ বিভাগ (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

কর্মসূচি ব্যয় = (মোট ব্যয়) - (সুদ পরিশোধ + কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় + নীট খাদ্য হিসাব + নীট ঋণ ও অগ্রিম)

- ❑ বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয় চলতি অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে বরাদ্দের ৩০.১ শতাংশ ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে
- ❑ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ এ সময়ে ব্যয় করেছে বরাদ্দের ২৮.১ শতাংশ
- ❑ জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মোট কর্মসূচি ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ২৯.২ শতাংশ
- ❑ জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মোট ব্যয় বাজেট বরাদ্দের ৩১.৪ শতাংশ

খ.৩. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	বরাদ্দ (প্রকল্প সংখ্যা)	এডিপি'র অংশ (%)	২০১০-১১ (অক্টো.-ডিসে.)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসে.)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসে.)	বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৮০১৩.৪ (১২২)	২১	২১৯৪.৪	২৫৭০.৬	২৭৮৫.৪ (৮.৪)	৩৪.৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৯১৬.২ (৪০)	১৩	৬২৪.৮	৬৭৫.৯	৮৯৭.৮ (৩২.৮)	১৮.৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৪৪৪.৭ (১০)	৯	২৭০.৩	৮৭৬.১	৭৮৬.৩ (-১০.২)	২২.৮
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	৩৩৮৬.১ (১৩৩)	৯	৪০০.৫	৪৬৪.২	৬২৯.৯ (৩৫.৭)	১৮.৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩০২১.০ (১০)	৮	৭০৩.২	১০৯৩.১	১২৩০.২ (১২.৫)	৪০.৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬২৪.৭ (৬১)	৪	৩৭৬.৮	৩৮৬.৪	৫১৯.৮ (৩৪.৫)	৩২.০
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩৮৫.৭ (৫৬)	৪	১৯৬.৯	১৫৭.৮	২০৫.৯ (৩০.৫)	১৪.৯
সেতু বিভাগ	১২৭৬.০ (২)	৩	৫৭.৫	১৩৩.৭	৭৬.৬ (-৪২.৭)	৬.০
কৃষি মন্ত্রণালয়	৯৬৭.০ (৪৫)	২	২৪৩.০	৩২২.৯	২৯৯.০ (-৭.৪)	৩০.৯
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৮৭৭.৮ (৩৩)	২	৭৯.৩	৫০৬.৩	১৩৫.৮ (-৭৩.২)	১৫.৫
মোট: ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়	**২৮৮৯২.৮ (৫২২)**	**৭৫.০**	**৫,১৪৬.৭**	**৭১৮৭.০**	**৭৫৬৬.৭ (৫.৩)**	**২৬.২**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৯৬০৭.২ (৩৯৪)	২৫.০	১,৭৮৬.৬	১৬২৪.০	২৭২৫.৩ (৬৭.৮)	২৮.৪
মোট	**৩৮৫০০ (৯১৬)**	**১০০.০**	**৬,৯৩৩.৩**	**৮৮১১.০**	**১০২৯২ (১৬.৮)**	**২৬.৭**

উৎস: আইএমইডি (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ২৬.২ শতাংশ বাস্তবায়ন
- এ সময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের ২৮.৪ শতাংশ বাস্তবায়ন
- সার্বিকভাবে ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে এডিপি বরাদ্দের ২৬.৭ শতাংশ
- স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ২০১০-১১ অর্থবছরের সার্বিক গড় অগ্রগতির হার ৩২ শতাংশ যা গত অর্থবছরের একই সময় অপেক্ষা ২.০ শতাংশ বেশি
- প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ২০১০-১১ অর্থবছরের সার্বিক গড় অগ্রগতির হার ১৮ শতাংশ যা গত অর্থবছরের একই সময় অপেক্ষা ১০.০ শতাংশ কম
- এডিপি বাস্তবায়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১: বাজেট (% জিডিপি)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসে.)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসে.) সা.
১	২	৩	৪
রাজস্ব আয়	**৯২,৮৪৭ [১১.৯]**	**৩৫,৫৫৩**	**৪১,৪৩২**
মোট ব্যয়	১,৩২,১৭০ [১৬.৯]	৪৭,৩০৪	৪৮,২৮৮ *
সরকারি ব্যয়	**১,৩২,১৭০ [১৬.৯]**	**৩৪,৬০৭**	**৪১,৪৮৩**
অন্যান্য ব্যালেন্সিং আইটেম	-	১২,৬৯৭ *	৬,৮০৫ **
বাজেট ভারসাম্য	**-৩৯,৩২৩ [-৫.০]**	**-১১,৭৫১**	**-৬,৮৫৬ ***
অর্থায়ন	৩৯,৩২৩	১১,৭৫১	৬,৮৫৬
বৈদেশিক (নীট)	১৫,৬৪৩ [২.০]	৫,১৭২	৬৪৮
অভ্যন্তরীণ (নীট)	২৩,৬৮০ [৩.০]	৬,৫৭৯	৬,২০৮
ব্যাংক	১৫,৬৮০ [২.০]	১,৩১৮	৪,৩৬১
ব্যাংক বহির্ভূত	৮,০০০ [১.০]	৫,২৬১	১,৮৪৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; সা: সাময়িক ** অন্যান্য ব্যালেন্সিং আইটেমসহ ; অন্যান্য ব্যালেন্সিং আইটেম যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রি-অডিট চেক, জিপিএফ, কল্যাণ তহবিলসহ অন্যান্য বিষয়

- বর্তমান অর্থবছরের শুরুতে সঞ্চয় প্রকল্পসমূহের সুদের হার ও উৎসে আয়কর সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তনের কারণে এ উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ গত অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে

সারণি ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১	অক্টোবর-ডিসেম্বর (২০১০-১১)	জুলাই-ডিসেম্বর	
	বাজেট		২০০৯-১০	২০১০-১১সা
১	২	৩	৪	৫
নীট অর্থায়ন	**১৫,৬৪৩**	**৯০৬**	**৫১৭২**	**৬৪৮**
ঋণ	১৫,৯৬৮	২৫২৪	৬৬৫৫	২৭৮৮
অনুদান	৪,৮০৯	৬১	৯০৪	১৫৪
ঋণ পরিশোধ	৫,১৩৪	১৬৭৯	২৩৮৭	২২৯৪

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, সা: সাময়িক

- ২০১০-১১ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে নীট অর্থায়ন গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হওয়ায় বৈদেশিক ঋণ সাহায্য ও অনুদান কমেছে
  - ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় একই পর্যায়ে রয়েছে

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ. ১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি
(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন'০৯	ডিসেম্বর'০৯	জুন'১০	ডিসেম্বর'১০
১	২	৩	৪	৫
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৯.২	২০.৭	২২.৪	**২২.০**
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬.০	১৩.৭	১৭.৯	২৪.৪
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৪.৬	১৯.১	২৪.২	**২৭.৬**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- গত এক বছর ধরেই অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ মূল্যস্ফীতির উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে
- মুদ্রানীতি অনুযায়ী চলতি বছর শেষে মুদ্রা সরবরাহের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা (১৫.২ শতাংশ) অর্জনে মুদ্রা সরবরাহের রাশ টেনে ধরা প্রয়োজন
  - ইতোমধ্যে বাংলাদশ ব্যাংক CRR ও SLR বৃদ্ধি করেছে
- অভ্যন্তরীণ ঋণ, বিশেষ করে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক হলেও উপযুক্ত খাতে এর ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন-
  - মেয়াদি শিল্প ও এসএমই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংকসমূহের তদারকি বাড়ানো
  - অনুৎপাদনশীল খাতে (ভোগ্যপণ্য, গৃহায়ন, পুঁজি বাজার বিনিয়োগ) ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

ঘ.২. রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান

সারণি ১০: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান
(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন'০৯	ডিসেম্বর'০৯	জুন'১০	নভেম্বর '১০
১	২	৪	৫	৬
রিজার্ভ মুদ্রা	৩১.৭	১৭.৭	১৬.০	২১.৭
নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১.০	৮৫.২	৪১.৫	৮.২
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩১.৫	-৫৬.৫	-২৬.২	৮৫.২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- রেমিট্যান্স প্রবাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও অভ্যন্তরীণ ঋণের যোগান বৃদ্ধির ফলে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে, রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার ডিসেম্বর শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ২১.৭ শতাংশে পৌঁছে

ঘ.৩. কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

সারণি ১১: কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪
কৃষি ঋণ	৩,৬৯১	৫,৫৯৮	৬,২২৪
প্রবৃদ্ধি (%)	**০.২**	**৩২.৪**	**১১.২**
মেয়াদি শিল্প ঋণ	৯,৪৫০	১২,৬১৫	১৬,৯২৩
প্রবৃদ্ধি (%)	**৩১.০**	**৪১.১**	**৩৪.২**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- কৃষি ও মেয়াদি শিল্প ঋণের প্রবৃদ্ধি কৃষি ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বছর শেষে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ইঙ্গিত বহন করে

ঙ. বৈদেশিক খাত

ঙ.১. রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

সারণি ১২: রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

খাত	২০১০-১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	৩	৪	৫
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৫,২৩০	৭,২৭৯	১০,২৬৩
প্রবৃদ্ধি (%)	**৫৩.৫**	**-৬.০**	**৪১.০**
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৫,২৩২	১১,১৫৮	১৫,২১৩
প্রবৃদ্ধি (%)	**৩৫.৮**	**-৫.৭**	**৩৬.৩**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১০-১১ অর্থবছরের **জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে** আমদানি ও রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধির গতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে যা দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রমাণ বহন করে।
- আমদানি ব্যয়ের সাম্প্রতিক এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি চলতি হিসাবে ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে

৬.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১৩: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০১০-১১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১০-১১ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	২,৮৮৬	৫,৫৩৩	৫,৫৪৫
প্রবৃদ্ধি (%)	**২.১৫**	**২২.৮**	**০.২১**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজারসমূহে জনশক্তি রপ্তানি কমে যাওয়ায় জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে, সম্প্রতি এ অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হলেও দ্বিতীয় প্রান্তিক হতে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে। আশা করা যায়, এধারা অব্যাহত থাকবে

৬.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১৪: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩১ ডিসেম্বর' ২০০৯	৩০ জুন' ২০১০	৩০ সেপ্টেম্বর' ২০১০	৩১ ডিসেম্বর' ২০১০	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	১০,৩৪৫	১০,৭৫০	১০,৮৩৪	১১,১৭৪	**৮.০২***
আমদানি মাস হিসেবে**	৫.৭	৫.৪	৫.৫	৫.১	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (* ৩০ ডিসেম্বর' ০৯ এর তুলনায় ৩০ ডিসেম্বর'১০ -এর প্রবৃদ্ধি; ** পূর্ববর্তী বার মাসের গড় আমদানির পরিমাণ বিবেচনায়)

- প্রথম প্রান্তিকে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হলেও দ্বিতীয় প্রান্তিক হতে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে
  - মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক শ্রমবাজারে জনশক্তি রপ্তানি কমে যাওয়া ও প্রত্যাগত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে
- ডিসেম্বর শেষে রিজার্ভ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি
  - রেমিট্যান্স প্রবাহের শ্লথ গতি এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে রিজার্ভ বেড়েছে
- সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিশ্বজুড়ে খাদ্য, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতি ভবিষ্যতে কমতে পারে।

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৫: মূল্যস্ফীতির গতিধারা
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

	২০০৯-১০						২০১০-১১					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১২
মূল্যস্ফীতি (%)	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
সাধারণ	৩.৪৬	৪.৬৯	৪.৬০	৬.৭১	৭.২৪	৮.৫১	৭.২৬	৭.৫২	৭.৬১	৬.৮৬	৭.৫৪	৮.২৮
খাদ্য	৩.৩৪	৪.৯৩	৪.৯৮	৭.৭৮	৭.৮৪	৯.৫০	**৮.৭২**	**৯.৬৪**	**৯.৭২**	**৮.৪৩**	**৯.৮০**	**১১.০১**
খাদ্য-বহির্ভূত	৩.৭৪	৪.৫৪	৪.২৮	৫.০৭	৬.৪৪	৭.০৪	৪.৮৭	৩.৭৬	৩.৬৯	৩.৮২	৩.৩৩	৩.২৭

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

- আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরূপ আবহাওয়াজনিত কারণে উৎপাদন প্রত্যাশিত মাত্রায় না হওয়ায় বিশ্ব বাজারে আমদানি পণ্য মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা মূল্যস্ফীতির ওপর উর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করছে
- পার্শ্ববর্তী দেশ বিশেষ করে ভারতের উচ্চ মূল্যস্ফীতি (৮.২ শতাংশ) বাংলাদেশের দামস্তর বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করেছে
- আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও খাদ্য পণ্যের ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উর্ধ্বমুখী দাম সমন্বয় ও বিনিময় হারের অবচিতি হলে এবং পোশাক শিল্প খাতে মজুরি বৃদ্ধির সামগ্রিক প্রভাবে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা (৬.৫ শতাংশ) ছাড়িয়ে যাবে। তবে বোরো ধান বাজারে আসা শুরু হলে খাদ্য মূল্যস্ফীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।